গাংনীতে প্রবাসীর বাড়িতে হামলার ঘটনায় সংবাদ প্রকাশে সাংবাদিকদের হুমকি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চৌগাছা গ্রামে প্রবাসীর বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় সংবাদ প্রকাশের জেরে এবার সাংবাদিকদের হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

ভুক্তভোগী পরিবার থানায় লিখিত অভিযোগ করার পর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বিভিন্ন মাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হলে অভিযুক্ত পক্ষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযুক্ত জয় ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা এ ঘটনায় জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে।

অভিযুক্ত কিশোর গ্যাং লিডার জয়, তার বন্ধু জিতু ও তাদের সহযোগীরা সংবাদটি বিভিন্ন নিউজ পোর্টাল থেকে মুছে ফেলার জন্য স্থানীয় সাংবাদিকদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। তারা নিউজ পোর্টালের কমেন্ট সেকশন এবং হোয়াটসঅ্যাপে ফোন করে সাংবাদিকদের হুমকি দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন গাংনীতে কর্মরত একাধিক সংবাদকর্মী।

স্থানীয় সূত্র জানায়, হামলার ঘটনার পর কয়েকটি পত্রিকা ও অনলাইন নিউজ পোর্টালে থানায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সংবাদ প্রকাশিত হলে অভিযুক্তরা আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে। এরপর জয় ও তার অনুসারীরা কয়েকজন সাংবাদিককে বিভিন্নভাবে হুমকি দেয়। সংবাদ প্রকাশে ‘খারাপ পরিণতি’ ভোগ করতে হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সাংবাদিক বলেন, ঘটনার সত্য তুলে ধরাই আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু এখন উল্টো আমাদেরই হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এতে আমরা নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন।

এদিকে, হামলায় আহত দৈনিক সময়ের চিত্র পত্রিকার সাংবাদিক সুমন আলীর পরিবার এখনও আতঙ্কে রয়েছে। তাদের দাবি, অভিযুক্তরা এলাকায় প্রভাব খাটিয়ে ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে।

স্থানীয় সচেতন মহলের মতে, কোনো ঘটনার সংবাদ প্রকাশকে কেন্দ্র করে সাংবাদিকদের হুমকি দেওয়া গুরুতর অপরাধ। এতে স্বাধীন সাংবাদিকতা বাধাগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও

অবনতি ঘটতে পারে।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস জানান, সাংবাদিকদের হুমকির বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখা হচ্ছে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে তদন্তসাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে প্রবাসীর বাড়িতে হামলা, মোটরসাইকেল ভাঙচুর

গাংনীর চৌগাছায় প্রবাসীর স্ত্রীর ওপর হামলা, ভাঙচুর এবং সাংবাদিককে মারধরের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় নারী ও সাংবাদিকসহ তিনজন আহত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে মোটরে পানি তোলাকে কেন্দ্র করে এ হামলার ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

অভিযোগসূত্রে জানা গেছে, মাইলমারী গ্রামের সৌদি প্রবাসী বুলবুল আহমেদের চৌগাছা মসজিদপাড়ার বসতবাড়ির একটি কক্ষ ভাড়া নেন একই পাড়ার কাটুর ছেলে জয় ও তার স্ত্রী মালা খাতুন। ভাড়াটিয়া হিসেবে জয় ও তার স্ত্রী মালা খাতুন বসবাসরত অবস্থায় মাঝে-মধ্যে জয় স্থানীয় প্রভাব খাটিয়ে বাড়ির মালিক বুলবুলের স্ত্রী নারগিস পারভীন, তার মেয়ে সুমি এবং জামাতা সুমন আলীকে হুমকি-ধামকি দিতে থাকে।

গত বৃহস্পতিবার মোটর মেরামত করাকে কেন্দ্র করে জয় ও তার বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজন মিলে রড ও দেশীয় রামদা দিয়ে বুলবুলের ঘরে ঢুকে জামাতা সুমন, তার স্ত্রী ও শাশুড়িকে মারধর করে। এসময় সুমনের একটি এপাচি ফোরভি মোটরসাইকেল ও ঘরের আসবাবপত্র ভাঙচুর করে এবং তাদের ঘরে অবরুদ্ধ করে রাখে। পরে পুলিশ গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

আহত সুমন আলী দৈনিক সময়ের চিত্র পত্রিকার মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত। জয় একজন কিশোর গ্যাং সদস্য হিসেবে

এলাকায় পরিচিত হওয়ায় সাংবাদিকের ওপর তার দীর্ঘদিনের আক্রোশ ও ক্ষোভ থাকায় সুমন আলীর ওপর হামলা চালিয়েছে বলে জানান সুমন আলী।

এ ঘটনায় নারগিস পারভীন গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন। জয়ের অব্যাহত হুমকিতে প্রবাসীর পরিবার এখন বাড়িছাড়া।

গাংনী থানার ওসি উত্তম কুমার বলেন, সাংবাদিক ও তার স্ত্রী ও শাশুড়ির ওপর হামলার ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত পুলিশ পাঠানো হয় এবং পরিস্থিতি শান্ত করা হয়। একটি লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে, বিষয়টি তদন্তসাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে প্রবাসীর স্ত্রীর তিন লাখ টাকার স্বর্ণ নিয়ে লাপাত্তা জ্বিনের বাদশা

‘জ্বিনের বাদশা’র কথায় বিশ্বাস করে তিন লাখ টাকা মূল্যের স্বর্ণ জমা দিয়ে পিতলের মূর্তি পেলেন এক প্রবাসীর স্ত্রী। প্রায় দুই মাস মোবাইলে যোগাযোগের পর এমন প্রতারণার শিকার হন ওই নারী। ঘটনাটি ঘটেছে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামের মালয়েশিয়া প্রবাসী আশরাফুলের স্ত্রী লিলুফা খাতুনের সঙ্গে। এ ঘটনায় জেলাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ভুক্তভোগী নারী জানান, দুই মাস আগে গভীর রাতে একটি অচেনা নম্বর থেকে তার মোবাইলে কল আসে। তিনি কল রিসিভ করলে অপর প্রান্তের ব্যক্তি নিজেকে ‘জ্বিনের বাদশা’ পরিচয় দেন। কল কেটে দিলে পরিবারের বড় ক্ষতি হবে বলে ভয় দেখিয়ে কল না কাটতে বলেন। তিনি বিভিন্ন দোয়া-দরুদ ও মন্ত্র পড়তে থাকেন এবং এ বিষয়ে কাউকে কিছু না বলতে নিষেধ করেন।

পরদিন মধ্যরাতে আবার কল দিয়ে তাকে নিজের মেয়ে দাবি করেন এবং ধনসম্পদে ভরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন। এভাবে প্রায় দুই মাস ধরে তার সঙ্গে নিয়মিত কথা বলতে থাকেন।

গত শনিবার গভীর রাতে আবারও কল দিয়ে কথিত ‘জ্বিনের বাদশা’ বলেন, “তুমি আমার মেয়ে। তোমাকে অনেক ধনসম্পদ দিতে চাই। গাংনী বড় মসজিদের পেছনে একটি স্বর্ণের মূর্তি রাখা আছে। সেটি নিয়ে বাড়িতে গোপন জায়গায় রাখবে। বিনিময়ে তোমার বাড়িতে থাকা সব স্বর্ণের গহনা ওই স্থানে রেখে আসবে। পরদিন সকালে গহনাগুলো সেখান থেকে নিয়ে যাবে।”

তার নির্দেশনা অনুযায়ী লিলুফা খাতুন স্বর্ণের চেইন, দুল, চুড়িসহ বিভিন্ন গহনা নির্দিষ্ট স্থানে রেখে মূর্তিটি বাড়িতে নিয়ে আসেন। পরদিন রোববার দুপুরে গহনা নিতে গিয়ে সেখানে কিছুই না পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। তখনই বুঝতে পারেন যে তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন।

পরে কথিত ‘স্বর্ণের মূর্তি’টি স্বর্ণকারের কাছে নিয়ে গেলে জানা যায়, সেটি পিতল/কাঁসার তৈরি। প্রায় তিন লাখ টাকা মূল্যের স্বর্ণালঙ্কার খোয়া গেছে বলে জানান তিনি। বিষয়টি এলাকায় জানাজানি হলে উৎসুক জনতা মূর্তিটি দেখতে ভিড় করেন।

গাংনী থানার ওসি উত্তম কুমার বলেন, “এটি একটি প্রতারক চক্রের কাজ। ভুক্তভোগী অভিযোগ করলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

দর্শনায় প্রবাসীর কাছ থেকে টাকা ছিনতাই, আটক ২

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন কুড়ুলগাছি বদ্দি মোড় সংলগ্ন এলাকায় রবিবার রাত সাড়ে ৮টার সময় হুমায়ুন হোসেন নামে এক মালয়েশিয়া প্রবাসীর কাছ থেকে (মালয়েশিয়ান মুদ্রা) ৫০০ রিঙ্গিত ও ২০ হাজার বাংলাদেশি টাকা ছিনতাই হয়েছে বলে জানা গেছে।

ছিনতাইকারীর কবলে পড়া হুমায়ুন হোসেন কিশোরগঞ্জ জেলার শেওড়া গ্রামের আফতাব উদ্দিনের ছেলে।

ভুক্তভোগীর অভিযোগের ভিত্তিতে হুমায়ুন হোসেনের ভাষ্যমতে,

কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ধান্যঘরা গ্রামের রাজু আমার সঙ্গে দীর্ঘদিন মালয়েশিয়া ছিলেন। রাজু তার পরিবারের সমস্যা ও অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে আমার কাছ থেকে ৫১ হাজার টাকা ধার নেয় এবং এক মাস পর টাকা ফেরত দেওয়ার কথা বলে। কিন্তু রাজু তা ফেরত না দিয়ে বিভিন্ন টালবাহানা দেখিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ঘুরাচ্ছে।

আমার পাওনা ধারের টাকা নিতে রবিবার আমি চুয়াডাঙ্গার ধান্যঘরায় রাজুর বাড়িতে যাই। এ সময় রাজুর বাড়িতে কিছুক্ষণ বসার পর রাজু বলে, ‘আমার ভাই রানা তোমাকে টাকাটা দেবে, তুমি রানার সঙ্গে যাও।’ তখন রানা আমাকে একটি বাসার ভেতরে নিয়ে যায়। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমাকে এলোপাতাড়িভাবে মারধর শুরু করে এবং আমার কাছে থাকা মালয়েশিয়ার ৫০০ রিঙ্গিত ও বাংলাদেশি নগদ ২০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়।

স্থানীয়দের সহযোগিতায় দর্শনা থানা পুলিশকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জানাই। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ছিনতাই হওয়া টাকা উদ্ধারে অভিযানে নামে।দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান জানান, এ ব্যাপারে থানায় হুমায়ুন হোসেন বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেছেন। দুই অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে। আটককৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং ছিনতাইকৃত টাকা উদ্ধারে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে।

মালয়েশিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় মেহেরপুরের প্রবাসী কাদের মিয়ার মৃত্যু

মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাঝা গ্রামের প্রবাসী কাদের মিয়া মালয়েশিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

গতকাল শনিবার মালয়েশিয়ায় কর্মস্থলে যাওয়ার পথে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কাদের মিয়া দীর্ঘদিন ধরে মালয়েশিয়ায় প্রবাসজীবন কাটাচ্ছিলেন। হঠাৎ তার মৃত্যুর খবরে পরিবার ও এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া।

মরহুম কাদের মিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনা করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

ঝিনাইদহে প্রবাসী মাহাবুব হত্যা মামলার আসামীদের গ্রেফতার দাবিতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে প্রবাসী মাহাবুব হোসেন হত্যা মামলায় আসামীদের গ্রেফতারের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে সদর উপজেলার কালা গ্রামে ঝিনাইদহ-মাগুরা সড়কে এ মানববন্ধন করে এলাকাবাসী।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে নিহতের স্বজন ও এলাকাবাসী অংশ নেয়। মানববন্ধনে নিহতের পিতা সাব্দার বিশ্বাস, ভাই রুবেল হোসেন, স্ত্রী শম্পা খাতুন, খালা ছবেদা খাতুন, পদ্মাকর ইউনিয়ন বিএনপির সেক্রেটারি আতিক হোসেন মল্লিক, জেলা কৃষক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক মোহন জমাদ্দারসহ এলাকাবাসী বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, প্রবাসী মাহাবুব হোসেন হত্যার ৪ দিন পেরিয়ে গেলেও মাত্র ১ জন আসামী গ্রেফতার হয়ে। বক্তারা দ্রুত বাকি আসামীদের গ্রেফতারের দাবী জানান। গত শনিবার সকালে সদর উপজেলার কালা গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের লোকজন কম্বোডিয়া প্রবাসী মাহাবুবকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। এ ঘটনায় রোববার রাতে নিহতের ভাই রুবেল হোসেন বাদি হয়ে ১৩ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ১০/১২ জনকে আসামী করে সদর থানায় হত্যা মামলা দায়ের করে।

ঝিনাইদহে প্রবাসী মাহাবুব হত্যা মামলার প্রধান আসামী গ্রেফতার

ঝিনাইদহে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রবাসী মাহাবুব হত্যা মামলার প্রধান আসামী রবিউল ইসলাম ওরফে রবিকে গ্রেফতার করেছে র্যাব।

রবিবার রাতে শহরের আদর্শপাড়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত রবি সদর উপজেলার কালা গ্রামের মৃত আব্দুস সাত্তারের ছেলে।

র্যাব-৬ ঝিনাইদহ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার মেহেদী ইমরান সিদ্দিকী জানান, প্রবাসী মাহাবুব হত্যা মামলার প্রধান আসামী শহরের আদর্শপাড়া এলাকায় অবস্থান করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালানো হয়। পরে পালিয়ে যাওয়ার সময় গ্রেফতার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সোমবার সকালে সদর থানায় সোপর্দ করা হয়।

শনিবার সকালে সদর উপজেলার কালা গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় কম্বোডিয়া প্রবাসী মাহাবুবকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে প্রতিপক্ষরা। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

এ ঘটনায় রোববার রাতে নিহতের ভাই রুবেল হোসেন বাদি হয়ে ১৩ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ১০/১২ জনকে আগামী করে সদর থানায় হত্যা মামলা দায়ের করে।

হরিণাকুণ্ডুতে চাচার বিরুদ্ধে প্রবাসী ভাতিজার অভিযোগ

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে পূর্বশত্রুতার জেরে প্রবাসী ভাতিজার ক্রয়কৃত জমির ১৬ টি মেহেগুনি গাছ, ৫ টি কাঠাল গাছ, ৩টি আম গাছ, ২ টি পেপে গাছসহ অন্যান্য ফসল নষ্ট করে দখল করার অভিযোগ উঠেছে চাচার বিরুদ্ধে।

শনিবার (৪ অক্টোবর) এবিষয়ে থানায় অভিযোগ করেন প্রবাসীর স্ত্রী মোছাঃ বিলকিস খাতুন। বিলকিস খাতুন লিখিত অভিযোগে জানান, আমার স্বামী মোঃ আব্দুল মান্নান, উপজেলার বৈঠাপাড়া, গ্রামের মোঃ মোতালেব হোসেনের ছেলে তিনি দীর্ঘদিন মালয়েশিয়া প্রবাসী।

মেয়ের লেখাপড়ার কারণে আমি বর্তমানে ঝিনাইদহে থাকি। এই সূযোগে গত ৩অক্টোবর সকালে আমার চাচা শ্বশুর মোঃ জালাল উদ্দিন (৬৩), মোঃ আনারুল ইসলাম পিতা-মৃত শমসের মন্ডল, আমার চাচাত দেবর মোঃ চয়ন হোসেন (২০), পিতা-আনারুল ইসলাম ও প্রতিবেশি মোঃ নজির মন্ডল
(৬০) পিতা-অজ্ঞাত, এবং অজ্ঞাত ৩/৪ জন মিলে হরিণাকুণ্ডু থানাধীন ২৬ নং বৈঠাপাড়া মৌজায় সাবেক ৩১৫/হাল ৩২৩ দাগের ৬০ শতকের মধ্যে ১০ শতক সাবেক ৩১৪ দাগের ২ শতক সর্বমোট ১২ শতক ক্রয়কৃত এবং দখলকৃত জমিতে লাগানো ১৬টি মেহগনি গাছ, ৫টি কাঠাল গাছ, ৩টি আম গাছ, ২টি পেপে গাছ এবং শতাধিক কচুগাছ কেটে নিয়ে গেছে এবং আবাদী ফসল নষ্ঠ করে দিয়েছে যার ক্ষতির পরিমান আনুমানিক ১লক্ষ ৫০হাজার। এই কথা জিজ্ঞেস করতে গেলে তারা বাদিকে মেরে ফেলার হুমকী দেয়। ফলে বাদি ৯৯৯ ফোন দিয়ে পুলিশের সহযোগীতায় থানায় গিয়ে অভিযোগ দাখিল করেন।

তিনি লিখিত আরও অভিযোগে আরও জানান বিবাদীগন আমাদের ক্রয় কৃত সম্পত্তি জোর করে দখল করে নিতে চাই। আমি এবং আমার পরিবারের লোকজন বাধা দিতে গেলে বিবাদীগন বিভিন্ন ধরনের খুন জখমের হুমিক প্রদান করে। প্রভাবশালী কিছু ভাড়াটিয়া লোকজ ও বিবাদীরা উক্ত জমি জোর পূর্বক দখল করার পায়তারা করিতেছে। স্থানীয় ভাবে কয়েক বার সালিসি বৈঠাক হয় উক্ত বৈঠকে বিবাদীরা তাদের কোন কাগজ পত্র দেখাতে পারে নাই। আমাদের জমিতে ভোগদখল করিতে গেলে রক্ত ক্ষয়ী সংঘর্ষের আশু সম্ভবনা থাকায় ভয়ে আমরা মুখ খুলতে সাহস পায়না। বিষয়টি সুষ্ঠ তদন্ত করিয়া বিবাদীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা

গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

এবিষয়ে ২নং বিবাদী মোঃ আনারুল ইসলাম কাসেমের কাছে জানতে চাইলে তিনি ওখানে ছিলেন না বলে জানান এবং বলেন আমার বড় ভাই জালাল এবং তার ছেলেরা এই গাছ কেটেছে, ওদের সাথে জমি নিয়ে ঝামেলা আছে শুনেছি।

এবিষয়ে হরিণাকুণ্ডু থানার অফিসার ইনচার্জ শহিদুল ইসলাম হাওলাদার জানান, আমি প্রবাসীর স্ত্রীর লিখিত অভিযোগ পেয়েছি অভিযোগের বিত্তিতে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

প্রবাসীর মৃত্যুদেহ পৌছালো হরিণাকুণ্ডুর নিজবাড়িতে

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলা প্রবাসী এক যুবকের লাশ এসে পৌছেছে নিজ গ্রাম খলিশাকুণ্ডুতে।

শনিবার (৩০ আগষ্ট) সকালে এই মরদেহটি পৌছালে গ্রাম জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। মরদেহটি ওই গ্রামের মানোয়ার হোসেনের পুত্র রুবেলের বলে জানান স্বজনরা।

একটু সুখের আশায় গত রমজানের শুরুর দিকে রুবেল সৌদি আরব প্রবাসী হন। দুই সস্তানের জনকের এই অকাল মৃত্যুতে পুরা পরিবার জুড়ে হতাশা ও ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা নেমে এসেছে।

স্বজনরা জানান, রুবেলের সহকর্মী ঝিনাইদহের শৈলকূপা’র প্রবাসী গোলাম মোওলা তাদের কাছে প্রথমে গত ১৬আগস্ট ফোন করে জানান রুবেল অসুস্থ, তারপরের দিন ১৭ আগষ্ট সকাল ১০ ঘটিকার সময় মৃত্যুর সংবাদ দেন। এসব কথা বলেন রুবেলের শ্যালক আরাফাত হোসেন। তিনি আরো জানান তাদের পরিবার সমস্থ খরচ বহন করে এনজিও থেকে ঋন করে দুলাভাইকে বিদেশ পাঠিয়েছিলাম।

পরিবার সূত্রে আরও জানা যায়, রুবেল একটি বিল্ডিংয়ের কাজে নিয়োজিত ছিলো। কাজ করার সময়ে ক্রেনের ধাক্কায় ওয়াল চাপা পড়ে

তার অকাল মৃত্যু হয়। বিদেশের মাটিতে রুবেলের মৃত্যুর ১৩পর ৩০ আগষ্ট শনিবার পরিবারের কাছে লাশটি এসে পৌছায়। জানা যায় ওই পরিবারে তিনিই একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। তাকে হারিয়ে পরিবারটি গভীর ভাবে শোকাহত ও সংকটে পড়েগেল।

এবিষয়ে তাহেরহুদা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মনজুর রাশেদ বলেন, এটি একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা। ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে এই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে থেকে তাদের সার্বিক সহোযোগিতার আশ্বাস দেন।

ঝিনাইদহে প্রবাসীর জমি জোরপূর্বক দখলের অভিযোগ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ডাকবাংলা বাজারে এক সৌদি প্রবাসীর জমি জোরপূর্ব দখল করে প্রাচির নির্মাণ করার অভিযোগ উঠেছে। গত ১৯ জুলাই সৌদি প্রবাশী হায়দার আলীর জমির প্রাচীর আতিকুর রহমান ও তোতা মিয়া জোর পূর্বক ভেঙ্গে দখল করে নেয়। এঘটনায় হায়দার আলী প্রবাশে থাকায় তার স্ত্রী লাবনী খাতুন (মিতা) থানায় লিখিত অভিযোগ করেন।

অভিযোগের সূত্র ধরে জানাযায়, বৈডাঙ্গা গ্রামের প্রবাসী মোঃ হায়দার আলী , পিতা মৃত হযরত আলী দীর্ঘদিন সৌদিতে থাকেন। তিনি গত ৪বছর আগে ৩১ নম্বর সাধুহাটি মৌজার ২৩৪৮ খতিয়ানের ৪৬৩৫নং দাগের ১৪ শতক জমির মধ্য হতে ৭ শতক জমি ক্রয় করে মালিকের নিকট থেকে বুঝিয়া নেয় এবং সীমানা নির্ধরণ করে ইটের প্রাচীর দেয়।

হায়দার আলী কয়েক মাস দেশে থাকার পর গত ১৮ তারিখে আবার সৌদে ফেরত গেলে ১৯ তারিখে পার্শবর্তী জামির মালিক মশিয়ারের ভাই আতিকুল এবং তোতা মিয়া সন্ত্রাসী ভাড়া করে এনে উক্ত প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়ে সামনের ১১ফিট জমি দখল করে পূনরায় নতুন প্রাচীর নির্মাণ কাজ শুরু করে।

এ অবস্থায় হায়দার আলীর স্ত্রী মোছাঃ লাবনী খাতুন মিতা গত ১৯

জুলাই ঝিনাইদহ সদর থানায় আতিকুর, তোতামিয়া এবং দুলাল এর নাম উল্লেখ করে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। লিখিত অভিযোগে তিনি জানান, তার স্বামী মোঃ হায়দার আলী ৩১ নম্বর সাধুহাটি মৌজার ২৩৪৮ খতিয়ানের ৪৬৩৫ নং দাগের ১৪ শতক জমির মধ্য ক্রয়সূত্রে মালিক নিপা খাতুনের নিকট থেকে ৭ শতক জমি ক্রয় করে।

সেই মোতাবেক উক্ত জমি দীর্ঘদিন ভোগ দখল করে আসতেছি। জমিটি ডাকবাংলা ত্রিমোহনী বাজারের সংলগ্ন ইসলামিক ব্যাংক, ডাকবাংলা শাখার দক্ষিণ পাশে বাগাট মিষ্টান্ন ভান্ডার সংলগ্ন। এই জমি নিয়ে একটি মামলা ছিল যার নাম্বার ২২০/২৫ যাহা আদালতের রায়ে তার স্বামীর অনুকূলে হয়েছে বলে দাবি করেন।

ইতিমধ্যে তার প্রবাসী স্বামী বেশকিছুদিন দেশে থাকার পর আবার ১৮জুলাই প্রবাসে ফিরে গেলে ১৯ জুলাই আনুমানিক সকাল ৭টার দিকে ১০-১৫ জন শ্রমিক তার স্বামীর দখলকৃত জায়াগার চারিদিকে ইট দিয়া প্রাচীর ভেঙে ফেলে। লাবনী জানান এই ঘটনার প্রেক্ষিতে লোক মারফত খবর পেয়ে আমি উক্ত স্থানে গেলে আমাকেও বিভিন্ন ভাবে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। বাধ্য হয়ে আমি ঝিনাইদহ সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করি।

উক্ত ঘটনার অভিযোগের প্রেক্ষিতে রবিবার সকাল দশটার সময় ঘটনা স্থলে সাংবাদিক গেলে সেখানে সরেজমিনে দেখা যায় যে, মিস্ত্রিরা নতুন দেওয়াল তৈরি করছেন এবং পুরানো দেয়াল ভেঙ্গে সম্পূর্ণ মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে বাঁদ পুকুরিয়া গ্রামের তোতা মিয়ার সাথে কথা বললে তিনি বলেন, যে এই জমিতে ১৪৪ ধারা মামলার রায়ে বলা হয়েছে যে দখল সত্ব অবস্থানে থাকার। ১৪ শতক জমির আমরা ৭ শতকে কাজ করছি বাকি হায়দার আলীর রয়েছে ৭শতক। আমরা কারো জমি জোর করে দখল করে নাই। তবে ওখানকার উপস্থিত কেউ ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হয়নি।

এবিষয়ে হায়দারের স্ত্রী লাবনী খাতুন বলেন জমির দলীল মোতাবেক আমরা যে অংশ পাব সেটা না দিয়ে মশিয়ার তার ভাই সন্ত্রাসী অতিকুর ও তোতা মিয়া জোর করে আমাদের প্রাচীর ভেঙ্গে ১১ফিট দখল করে নিয়েছে।

উক্ত ঘটনা তদন্ত কর্মকর্তা ডাকবাংলা ক্যাম্পের এসআই লিটন রাকিবের সাথে কথা বললে তিনি বলেন এই ঘটনা নিয়ে যেহেতু আদালতে মামলা আছে সেহেতু আদালত এই ঘটনা নিষ্পত্তি করবে। তবে তারা যে দেওয়াল ভেঙে

ফেলেছে সেই ব্যাপারে তাৎক্ষণিক সেখানে গিয়ে দেওয়াল ভাঙ্গা বন্ধ করা হয়েছে।

এই অভিযোগ প্রসঙ্গে ঝিনাইদহ সদর থানার অফিসার্স ইনচার্জ আব্দুল্লাহ আল মামুন সত্যতা স্বীকার করে বলেন, লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পরে আমি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডাকবাংলা ক্যাম্পের এস.আই লিটনের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছি।